প্রথম আলো

তারিখ ... 27 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২৪ ... কলাম ... ৪ ...

উচ্চমাধ্যমিকে পুরান ঢাকার কলেজগুলোতে ফল বিপর্যয়

শতদল সরকার ●

এবার এইচএসসি পরীক্ষায় পুরান ঢাকার কলেজগুলোতে ফলাফল বিপর্যয় হয়েছে। ঢাকা বোর্ডে ভালো ফলাফলের দিক থেকে শীর্ষদশে পুরান ঢাকার একটি কলেজও নেই। অনেক কলেজে একজনও জিপিএ-৫ পাননি। অকৃতকার্যের সংখ্যাও এবার কম নয়।

ফলাফল প্রকাশের পর গত শনিবার এবং গতকাল রোববার পুরান ঢাকার বিভিন্ন কলেজ ঘুরে দেখা গেছে বিষাদের ছায়া। তবে ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ কিছুটা ভালো করেছে।

পুরান ঢাকার বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকেরা ফলাফল বিপর্যয়ের জন্য ইংরেজিতে ভালো করতে না পারা, দুর্বল শিক্ষার্থী বেশি থাকা এবং অভিভাবকদের অসচেতনতাকে দায়ী করেছেন। আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, স্কুলে যারা ভালো ফলাফল করে, এমন অনেক শিক্ষার্থীই অন্য কলেজে পড়তে চলে যায়। এ কারণে দুর্বল শিক্ষার্থীদের নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। এ কারণেই আশানুরূপ ফল অনেক সময় চাইলেও করা যায় না।

মহানগর মহিলা কলেজ: এই কলেজ থেকে এক হাজার ১৪৬ জন পরীক্ষা দিয়ে মাত্র ১৩ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন, উত্তীর্ণ ৯৩৫ জন। পাসের হার ৮১ দশমিক ৫৮ শতাংশ। গতবার পাসের হার ছিল ৮৪। সার্বিক ফলাফলের বিচারে এই প্রতিষ্ঠান ভালো করেছে। অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শওকত আলী বলেন, 'কলেজের সামগ্রিক ফলাফল সন্তোষজনক। তবে আমাদের উদ্দেশ্য পুরান ঢাকার ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মধ্যে রাখা। এই উদ্দেশ্যের বিচারে আমরা সফল।'

কবি নজরুল কলেজ: এই কলেজ থেকে এক হাজার ১৯৫ জন পরীক্ষা দিলেও ৮৩৮ জন পাস করেছেন। গড় পাসের হার ৭০ দশমিক ১২। ১০ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। গতবার পাসের হার ছিল ৭৩ শতাংশ। ভালো ফল করার জন্য এবার ক্লাসে পরীক্ষা নেওয়া এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার কথা জানান শিক্ষকেরা।

অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ: এই কলেজ থেকে ২৯৬ জন পরীক্ষা দেন। পাস করেন ২৫৩ জন। পাসের হার ৮৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন চারজন। গতবার গড়

এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৩

● সম্পাদকীয়: পৃষ্ঠা-১৪

উচ্চমাধ্যমিকে পুরান ঢাকার কলেজগুলোতে ফল

শেষ পৃষ্ঠার পর

পাসের হার ছিল ৮৮ দশমিক ৯২ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন তিনজন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বেগম কামরুন্নাহার *প্রথম আলোকে* বলেন, এবারের ব্যাচটা একটু খারাপ। বিশেষ কোচিং করাতে না পারায় আরও সমস্যা হয়েছে।

বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ: এবার ঢাকা বোর্ডে গড় পাসের হার ৭১ দশমিক ৫৩ শতাংশ হলেও বদরুন্নেসার পাসের হার মাত্র ৬১ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতবার পাসের হার ছিল ৬৯ দশমিক ৮০ শতাংশ। এবার মোট ৯২৮ জন পরীক্ষা দিলেও মাত্র ৫৬৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। জিপিএ-৫ পেয়েছেন মাত্র ১০ জন। অধ্যক্ষ মেরিনা জাহান বলেন, 'উচ্চমাধ্যমিকের জন্য কলেজে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। যে শিক্ষকেরা স্নাতকে ক্লাস নেন, তাঁরাই উচ্চমাধ্যমিকেও ক্লাস নেন। এটিই একটি বড় সমস্যা।'

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কলেজ: এই কলেজ থেকে এবার এক হাজার ৮২৯ জন পরীক্ষা দিলেও পাস করেছেন এক হাজার ১০০ জন। পাসের হার ৬০ দশমিক ১৪। দুজন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান এমন বিপর্যয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের আর্থিক দুরবস্থা, কম মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়া, কলেজের অবস্থান এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের দায়ী করেন। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ফলাফল ভালো করার জন্য নিয়মিত ক্লাস এবং পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে জানান অধ্যক্ষ।

আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ: এই কলেজের কেউ এবার জিপিএ-৫ পাননি। ১২৪ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছেন ১০৯ জন। গড় পাসের হার ৮৫ শতাংশ। অথচ গতবার চারজন জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন। পাসের হার ছিল ৯০ শতাংশ। ফলাফল খারাপের জন্য অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের অন্যত্র চলে যাওয়াকে দায়ী করেছেন।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ: এবার এখান থেকে ৫৯ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছেন ২৯ জন। কেউ জিপিএ-৫ পাননি। গড় পাসের হার মাত্র ৫০ শতাংশ। গতবার এই কলেজের ৭৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬২ জন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পাসের হার ছিল ৮০ দশমিক ৫২ শতাংশ এবং পাঁচজন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন।

লালবাগ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ: লালবাগ মডেল কলেজ থেকে ১০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে ছয়জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। কেউ জিপিএ-৫ পাননি। অধ্যক্ষ ভোলানাথ পাল জানান, অনেকেই জানে না যে এখানে একটি কলেজ আছে। তাই ভালো কেউ ভর্তি হয় না।

আহম্মেদ বাওয়ানী একাডেমী: আহম্মেদ বাওয়ানী একাডেমী থেকে ৩৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে ২৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। গড় পাসের হার ৭৫ শতাংশ। কোনো শিক্ষার্থীই জিপিএ-৫ পাননি। গতবার এখানকার দুজন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন।

আনোয়ারা বেগম মুসলিম গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ: এই কলেজ থেকে ৩৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে ২৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। পাসের হার ৭২ শতাংশ এবং কেউ জিপিএ-৫ পাননি। গতবার এই কলেজের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পাসের হার ছিল ৮৪ দশমিক ৬২ শতাংশ। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক কলেজ ও নারিন্দা কলেজের ফলাফল এবার ভালো নয়।